এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

আকাশ

দিগন্ত

উত্তরবসন্ত

ইশারা

নির্জনপ্রহর

নির্জনস্বাক্ষর

আশ্রম-কথা

অক্ষর

(প্রথম খণ্ড)

রাজা রামমোহন রায়
লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন
কর্তৃক অনুদত্ত

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাধন আশ্রম

প্রথম সংস্করণ : ঝুলন পূর্ণিমা ১৯৫৯

প্রকাশক : শ্রীঅমরানন্দ ব্রহ্মচারী
শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাধন আশ্রম
পোঃ নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগণা, বঙ্গদেশ
ও কামাখ্যা, কামরূপ, আসাম

মুদ্রক : শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
জ্ঞানোদয় প্রেস
১৭, হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট : শ্রীপরমানন্দ সরস্বতী অংকিত

ভূমিকা

একা মৌন অবস্থায় মন অনেক সময় নানা জিজ্ঞাসার পথে ঘুরেছে, নানাদিক থেকেও তখন এসেছে বহুপ্রশ্ন—এক অরূপ আলোয় যখন যে উত্তর খুঁজে পেয়েছিলাম আপন অন্তরে—প্রতিদিন তারি কিছু-কিছু লিখে রাখি খাতার পাতায়। ১৩৫৬ শালে মৌন অবস্থায় শ্রীবৃন্দাবনে এই রচনাগুলির শুরু হয়েছিল। সেই রচনার পাণ্ডুলিপি এখন অনুসন্ধান করেও আর খুঁজে পাওয়া গেল না,—স্মৃতি থেকে তার দু-চারটি মাত্র উদ্ধার করে এই গ্রন্থের অংগীভূত করা হল। অন্যান্য রচনা ১৩৫৬ শালে (কার্তিক থেকে চৈত্র) নানা দেশ পর্যটন কালে জোড়হাট, ইম্ফল, শিউড়ি ও কলকাতায় লেখা। যখন কলকাতায় ছিলাম, ঐ সময়ে পরমভাগবত শিল্পী শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য নিরন্তর সংগে থেকে আমাকে উৎসাহিত এবং রচনা শোধন ও পরিবর্তনে বহু মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন—এই প্রসংগে শ্রীমতী মৈত্রেয়ী চৌধুরীর নামও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে হয়। প্রুফ দেখার বিরক্তিকর কাজের দায়িত্ব সানন্দে গ্রহণ করেন আমার মহানুভব বন্ধু শ্রীযুক্ত সুনীলেন্দ্র কুমার চৌধুরী—এই সহযোগিতার জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই গ্রন্থে নিত্যধামবাসী শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর একটি বাণী মুদ্রিত হল। বাণীটি মা-মণির (শ্রীযুক্তা সরোজিনী মিত্র) নিকট থেকে প্রাপ্ত। ইনি গোস্বামী প্রভুর কৃপায় ভগবানের নিত্যলীলা দর্শনের অধিকার লাভ করেছেন। বহুভাগ্যে সাধক এই লীলা-দর্শনের দুর্লভ অবস্থা লাভ করেন। বৃষ্টির জলধারা অবলম্বন করে যেমন আকাশে ওঠা যায় না—সেইরূপ এই সব লীলা-রহস্য মানবীয় জ্ঞানের অগোচর। ১২৯৭ শালের শ্রাবণ মাসে শ্রীবৃন্দাবন,

অবস্থান কালে একদিন অপরাহ্নে যমুনা তীরে চীরঘাটে একটি বৃক্ষতলে গোস্বামী প্রভু বসে আছেন,—তাঁর সঙ্গে রয়েছেন কয়েকজন শিষ্য, কুতুবুড়ি ও জননী যোগমায়া দেবী। অপর পারের বেলবাগের দিকে তিনি চেয়ে আছেন, অল্পক্ষণ পরে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন,— ঐ অবস্থায় তাঁর নিকট একটি লীলা প্রকাশিত হয়। সেদিন সন্ধ্যায় গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সবাই বারান্দায় গোস্বামী প্রভুর কাছে বসে আছেন তখন কন্যা কুতুবুড়ি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "বাবা, যমুনাতীরে যখন আমরা সকলে বসে ছিলাম, তখন তুমি সমাধির অবস্থায় 'ডুববে না, ডুববে না' বলে খুব হেসেছিলে কেন? ঐ কথা তুমি কাকে বলেছিলে?" এই প্রশ্নের উত্তরে গোস্বামী প্রভু বলেন, "আর কাকে বলবো?—যমুনা তীরে গিয়ে বসতেই কৃষ্ণ নৌকা নিয়ে এলেন, আমাকে বললেন, 'ওঠ্! এবার যমুনায় বাচ খেলি গিয়ে।' কৃষ্ণের কথায় নৌকায় উঠলাম। কৃষ্ণ নৌকার গলুইয়ের উপরে ছিলেন। মাঝ যমুনায় নৌকাখানা নিয়ে গলুইটি জলের ভিতর চেপে ধরলেন। নৌকা তখন ডুবে ডুবে। নৌকায় যাঁরা ছিলেন, সকলে একেবারে চীৎকার করে উঠলেন। কিন্তু আমার তখন মনে হল, কৃষ্ণ নৌকা ডোবাবেন না, নৌকা ডুবলে তিনিও তো জলে ডুববেন। তাই বলেছিলাম, ভয় নাই, ডুববে না, ডুববে না—এসব কৃষ্ণের চালাকী।" এই সব কথা শুনে যোগমায়া দেবী ও কুতুবুড়ি লীলা দর্শনের সুযোগ তাঁদের না হওয়ার জন্য দুঃখ করেন। এতে গোস্বামী প্রভু তাঁদের বলেন, 'তাতে আর লাভ কি হত। একটা চিত্র দেখার মত দেখতে বইতো নয়।'...বিশেষ অবস্থা লাভ না হলে সাধকের পক্ষে ভগবানের লীলাতত্ত্ব বুঝা কঠিন। যারা জড়বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-সুখের রাজ্যে যাদের বাস—জীবনে যাদের নেই ত্যাগ, তপস্যা—তাদের কাছে অধ্যাত্ম জগতের এ সব তত্ত্ব কতকগুলো অলীক কল্পনা, অসম্ভব কাহিনী। যেমন বর্ণজ্ঞানহীন একজন মূর্খের কাছে গীতাঞ্জলি হিজিবিজি

কালির আঁচড়ে লেপা কতকগুলো পাতা, অথচ বিদগ্ধ রসিকের কাছে পরম আনন্দ-সম্পদ। বৈষ্ণব মহাজনদের জীবনে এই প্রকার লীলা-দর্শনের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। গোস্বামী প্রভুর আশ্রিত আরো অনেকে এই লীলা-দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন। মা-মণি নিত্য ভগবানের লীলা-দর্শন ও বাণী শ্রবণ করে ধন্য,—এখানে আমরা তাঁকে স্মরণ করে ধন্য হলাম।

শব্দের পর শব্দ গেঁথে আমরা আমাদের ভাবের প্রকাশ করি—শব্দ সৃষ্টি হয় বর্ণে, মহাশক্তির তা কণ্ঠমালা, শব্দ তাঁর শ্রীমুখনিসৃত ধ্বনি—সে জন্য প্রচ্ছদপটে এই চিত্রখানি দেওয়া হল।

এই গ্রন্থ প্রকাশে শ্রীযুক্ত শমীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী প্রচুর আনুকুল্য করেছেন। ভগবান বিজয়কৃষ্ণ তাঁর পরম কল্যাণ করুন।

* * *

দ্বিতীয় সংস্করণে পূর্বের প্রায় সমস্ত রচনাই পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত এবং বহু রচনা বাতিল করে সেখানে প্রায় দুইশত নতুন রচনার সংযোগ করা হল। এই সংস্করণে শুধু যে আভ্যন্তরীণ রূপান্তরই ঘটেছে—তা নয়, পুস্তকের কলেবর দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হল। প্রচ্ছদপটখানাও প্রায় নতুন করে অঙ্কিত।

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী ৫।৭৩

বিদ্যা সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ ॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১।৬

উৎসর্গ

শান্তি চট্টোপাধ্যায়, অণিমা চট্টোপাধ্যায়, মনোরমা দেবী, নমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময়ী ভট্টাচার্য, অরুণা শর্মা, অপর্ণা দাস

মাতৃরূপা বিদ্যাশক্তির করকমলে—

মানুষ শুধু পেতে চায়, নিতে চায়—দিতে চায় কজন ? তোমরা তাঁর দুয়ারে জ্বালিয়ে দিয়েছো ভক্তিদীপ, বহুকে দিয়েছো সেবার অমৃত—শান্তি ছড়িয়েছো ঘরে, বাইরে আলো—এক মহৎ আদর্শের আলো হাতে নিয়ে তোমাদের শুরু হয়েছে যাত্রা—পবিত্রতার পথে, বহুজন পেয়েছে তোমাদের কাছ থেকে, আমি পেয়েছি প্রচুর,—আজ এই গ্রন্থখানি তোমাদের হাতে তুলে দিলাম। তোমাদের মহৎ দানকে স্বীকৃতি দেবার জন্য নয়,—আমি কিছু দিতে পেরে ধন্য হলাম।

অপ্রকট শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর বাণী

"মা, পরমানন্দকে আমাদের আশীর্বাদ দিয়ে বলো,— দ্বিতীয় সংস্করণের কবিতাগুলি পাঠে অত্যন্ত প্রীতি লাভ করলাম। দেশের এই দুর্দিনে সাধক সন্তদের তপস্যালব্ধ শক্তিই দেশকে রক্ষা করবে। পরমানন্দর মধ্য দিয়ে এই সব ভগবৎবাণীর স্ফুরণ হচ্ছে। এমন দিন আসবে তখন এই সব বাণী নর-নারীকে মোহমুক্ত করবে, সত্যের পথে নিয়ে যাবে, মানুষ আলো দেখতে পাবে। যখনই পৃথিবী অসুর দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়, ভগবৎ-শক্তি নানাভাবে প্রকাশিত হয়ে সেই দুর্যোগ দূর করেন। এই সব বাণীতেও ভগবৎ-শক্তি কাজ করবে, এ সব বেদের বাণী।"

* মা-মণির (শ্রীযুক্তা সরোজিনী মিত্র) নিকট থেকে প্রাপ্ত।

সুখ থাকে দ্বারী হয়ে
ধনীদের ঘরে
সেখা নেই ঈশ্বরের
প্রবেশাধিকার,
দৈন্য থাকে ভৃত্য সম
ভক্তের অন্তরে
সে রাখে আসন পেতে
নিভৃত পূজার ॥

১

নির্জনে থাকেন তিনি
আলোর মন্দিরে,
সংসারের কোলাহল
থেকে বহুদূরে—
আপন অন্তরে ॥

২

সুখ থাকে দ্বারী হ'য়ে ধনীদের ঘরে
সেথা নেই ঈশ্বরের প্রবেশাধিকার,
দৈন্য থাকে ভৃত্য সম ভক্তের অন্তরে
সে রাখে আসন পেতে নিভৃত পূজার ॥

৩

যন্ত্রণার মরুপথ
যত হোক দূর,
সেই পথে
নাম কল্পতরু তলে
আছে শান্তিপুর ॥

৪

নিজেরে বসাই যবে প্রভুর আসনে
অভিমান-স্ফীত অন্ধমনে,
দুঃখের মেদিনী করে গ্রাস
সংসারের চাকা,
চতুর্দিক পড়ে গাঢ়
অন্ধকারে ঢাকা ॥

৫

সত্য ধর্মের আত্মা
দয়া তার প্রাণ,
পরাজ্ঞান তার
উজ্জ্বল সোপান।
শৌচ সদাচার
অঙ্গের ভূষণ,
সরলতা হৃদয়ের
নির্মল কিরণ।
প্রেম তাব ফল
সুপক্ক নিটোল ॥

৬

রাত্রির সাম্রাজ্য হ'লে পার
দেখা দেয় সূর্যদীপ্ত
দিনের ভুবন,
ইন্দ্রিয়ের রাজ্য পার হলে হয়
ঈশ্বর দর্শন ॥

৭

যে চিতার অমেধ্য আহার

শুদ্ধ দেহ ছানে,

সে জীবনের ভুবনের

কতটুকু জানে ॥

৮

অতৃপ্ত পাওয়ার হাত*
যারা আছে প্রসারিত করে,
অবিরল তাদের অঞ্জলি দেই ভরে—
অগোচরে পূর্ণ করো তুমি পাত্র মোর,—
সেও কুন্ঠা মুষ্টিভিক্ষা দিতে তব তরে ॥

* শত পেয়েও মানুষের তৃপ্তি নেই। যা পায়, তার কথা ভাবে না—কী পেলোনা সেইটাই বড় করে দেখে। যা পেলো তা আরো কেন পেলোনা—এই নিয়ে করে অনুযোগ।

৯

সব পূজা হয় শেষ, পূজার দেবতা র'ন
আলো করে ভক্তের জীবন,
দেহের দেউল মাঝে ওঠে যবে প্রাণমন্ত্রে
প্রণবের ধ্বনি অনুক্ষণ ॥

১০

দুঃখের আলোয় পাই
আনন্দের ধন,
সরে সংসারের মায়া,
—ছায়া আবরণ ॥

১১

ব্রহ্ম কেমন ?
মূষিকের পর্বত
 প্রসবের মতন।
সবার মধ্যে আছেন ছড়িয়ে
 আবার সকলকে
 আছেন ছাড়িয়ে ॥

১২

অবিশ্বাসী দিবালোকে
অন্ধকারে ঘোরে,
ঈশ্বরের করুণা-আলোয়
অন্ধ দেখে অদেখারে—
আপন অন্তরে ॥

১৩

স্বর্গ হোক স্বপ্ন দিয়ে গড়া
—তবু তা মধুর,
অবিশ্বাস অন্ধকারময়
যেন যমপুর ॥

১৪

প্রেমের সুধায় রক্তের ক্ষুধা যায় মরে,
মানুষ মরে নতুন করে বাঁচে,
তার সাড়ে তিন হাত শরীরের সমাধির 'পরে
গড়ে ওঠে প্রেমের বিশাল সৌধ,
এক আকাশে জ্বলে যুগ্মহৃদয়
যেন দু'টি অমর তারা
অন্তহীন আনন্দের নিখিলে উদয়াস্ত হারা ॥

১৫

যার মন মরেছে, নেই ঘরের মায়া,
পাবার কোনো আশা,
যে ভাবের বাউল, তার ঘটে রয়
নিখাদ ভালবাসা ॥

১৬

দেহ ছেনে যতটুকু পায়
ভাবে সেই বুঝি সব,
ইন্দ্রিয়ের দাস যারা
আত্মারে করে না অনুভব॥

১৭

কাম সে ভোগের ভৃত্য
তার দাবী নানা,
শর্তহীন আত্মদান
প্রেমের সাধনা ॥

১৮

প্রেম অনন্ত বেদনা নিয়ে
গোপন অন্তরে বসে কাঁদে,
কামনা মৃত্যুর মায়ায়
রাগরঙ্গে অন্তরকে বাঁধে ॥

১৯

বিধাতা মঙ্গলময়,
তাঁর দয়া ললিত কঠোর,
বেদনা-বহ্নিতে দহে
মায়াময় বন্ধনের ডোর ॥

২০

প্রেমের অমর মন্ত্রে
বাজাও জীবন-যন্ত্রে
সে গানের গভীর ঝঙ্কারে,
দেবতা ওঠেন জেগে
অন্তর-মন্দিরে
অনাহত প্রাণের ওঁকারে ॥

২১

প্রদীপের সলিতা
পুড়ে হয় আলোশিখা,
প্রেমের দহনে
জীবন পুড়ে হয়
—অমৃত-সূর্য ॥

২২

দুঃখের দীপগুলি
তারা হ'য়ে জ্বলে,
ঘটাকাশে অন্ধকার
বেদনার ভালে ॥

২৩

প্রেমের কুসুম শুধু নয়
কিছু কাঁটা দিও মোরে,
আত্মার অমৃত-বাণী
লেখা হয় রক্তের অক্ষরে ॥

২৪

যারা বাস করে
অধর্মের আলোহীন
অন্ধকার পুরে,
দুরন্ত পাপের কীট
তাদের হৃদয়
খায় কুরে কুরে ॥

২৫

নারীর হৃদয় যেন
মায়াবী মুকুর,—
নানা রঙছবি আঁকে
যত তারে পেতে চাও
তত যাবে দূর ॥

২৬

ধূম্রবর্ণ দৈত্য এক
অহংকার নাম,
অমৃত আত্মায় মাখে
কালি অবিরাম ॥

২৭

ভোগের ভাঁগাড়ে
ডোবানো পা,
মানুষরূপী
শকুন ছা ॥

২৮

ক্রোধ যেন জ্বলন্ত অনল,
গ্রাস করে
শুষ্ক শাখা-পত্র সম
—তপস্যার ফল ॥

২৯

কে অন্ধ ?
যে মহৎ জীবনকে করে না অনুসরণ।
কে বধির ?
যে শাস্ত্র ও মহাজনবাক্য করে লঙ্ঘন।
কে মূর্খ ?
ঈশ্বরকে ভুলে যে সুখের অন্বেষণে ঘোরে।
কে কূপমণ্ডুক ?
যে আছে ক্ষুদ্র আমি-আমার
এই স্বার্থের গণ্ডীর ভিতরে।
কে দরিদ্র ?
যে সাড়ে তিন হাত শরীরে করে বাস।
কে বদ্ধ ?
যার রয়েছে যত বেশি উপাধির ফাঁস॥

কে অজ্ঞান ?
ঘটি বাটি মাটির মায়ায় যে ভগবানকে হারায়।
কে ঘাতক ?
যে মন থেকে মনে ঘৃণা বিদ্বেষ কুৎসার বীজ বোনে.
আনন্দের আলো নিভায়।
কে পাপী ?
যার মধ্যে সুন্দর হবার নেই সাধনা।
কে হীন ?
যে করে অন্যের অহিত কামনা।
কে হীন বণিক ?
যে প্রেমের হাটে যায় কিছু বেচা-কেনার প্রত্যাশায়!
কে প্রেমিক ?
আত্মদানের আনন্দে যে নিজকে নিঃশেষে বিলায়॥

৩০

আলস্যে যাদের কাটে
অমূল্য সময়,
দুঃখের গুহায় হয়
অন্তিম আশ্রয় ॥

৩১

যার মনের ঘরে জ্বলছে
নামের মণি,
সে অদেখাকে দেখে হয়
পরম ধনের ধনী ॥

৩২

নারীর দুই জাত
এক বিদ্যাশক্তি
আনন্দের রূপ।
অন্য অবিদ্যাশক্তি
মৃত্যুর রূপ ॥

৩৩

ঘৃণা রচে ভেদের আড়াল,
মন পায় না মনের নাগাল ॥

৩৪

কুটিল মন কীটের বাসা,
সকল শুভ কর্ম নাশা ॥

৩৫

শত দৈন্যের প্রহারে যে-জন হারায় না
অন্তরের বল,
সেবামূর্তি ধরে নিত্য রহে তার কাছে
পরম মঙ্গল ॥

৩৬

বই পড়ে বিদ্যা নাহি হয়,
শেখা হয় বুলি—
অপরের ধার করা
ধনে ভরে ঝুলি,
আলো জ্বলে যখন অন্তরে—
অন্তর দেখিতে পায়
জানা অজানারে ॥

৩৭

ঈশ্বরের এ পৃথিবী
যারা করে আনন্দে দোহন,
কতটুকু দেয় তাঁরে,
—তাঁর কথা ভাবে কয়জন ?
ইঁদুরের মত সবে
শূন্য করে সৃষ্টির ভাঁড়ার,
অজস্র জঞ্জালে ভরে
স্বার্থময় গর্ত আপনার ॥

৩৮

সেবক আপন মনে
　　　সেবা করে যায়,
পূর্ণ হয় তার পাত্র
　　　ঈশ্বরের করুণা ধারায় ॥

৩৯

সত্য তার এক রূপ
শত সংগ্রামের পথে
লাভ করে জয়ের গৌরব।
মিথ্যা বহুরূপী
সুলভ সুখের পথে চলে
মানে তবু হীন পরাভব ॥

৪০

এক আশ্চর্য সোনার চাবি-কাঠি নাম,
যা দিয়ে সব রসের, আনন্দের ধাম
খোলা যায়—পরম শান্তি, প্রেম, জ্ঞান
সকল দিব্য সম্পদের মেলে সন্ধান।
একে একে ছয় কুটিরের দুয়ার খোলে
সব পাওয়া যায়, ধন্য হই যা পেলে ॥

৪১

যে বহুজনের ভালবাসা পায়
সে ভাগ্যবান,
বহুকে যে ভালবাসে সে পায়
দেবতার মান ॥

৪২

প্রেমের আলো-নেভা প্রহরে,
অন্ধকার মনের ভিতরে--
পাপের শকুন-ছায়া ঘোরে ॥

৪৩

পঞ্চভূতের রাজ্যে
চলছে মায়ার নৃত্য,
কেউ জানে না করবে কাকে
কখন পায়ের ভৃত্য—
অশুভ ভূত পালায় ভয়ে
রইলে নামে যুক্ত ॥

৪৪

অনন্ত রহস্যে ঢাকা
নারীর হৃদয়,
সেইখানে
উদয় ও নেই অনুদয় ॥

৪৫

সুখের পথে মায়া-আলোয়
মরণ হয় সাথী,
দুঃখ-রাতে প্রাণের গুহায়
জ্বলে রসের বাতি ॥

৪৬

ঈশ্বরকে জানলে হয়
সকল জানার শেষ,
কোনো চাওয়া-পাওয়ার
রয় না অবশেষ ॥

৪৭

বৈরাগ্য শ্রেষ্ঠ বিত্ত—
বৈরাগ্য আছে যার,
কোনো অভাব নেই তার ॥

৪৮

শরীরে মানুষ সকল,
মনে মানুষ বিরল ॥

৪৯

যার গিয়েছে আমি আমার,
শুদ্ধ তার বিবেক বিচার ॥

৫০

মানুষ দিতে পারে
মানুষকে সামান্য,
ঈশ্বরের দয়ার দানে
জীবন হয় ধন্য ॥

৫১

অবিরল হৃদয় নদীতে
বহে আনন্দের গান,
সে গান শুনিতে পায়
আপনাতে মগ্ন হলে প্রাণ ॥

৫২

নীরব কান্নার ডাক
পেঁৗছে তাঁর পায়,
উৎসবের কোলাহল
সাড়া না জাগায় ॥

৫৩

অভাবে বদলায় স্বভাব,
যার যেমন তার তেমন লাভ
সুখের অভাবে হয় সং.
দুঃখের অভাবে অসং ॥

৫৪

গর্ভের অন্ধকারে জন্ম নেয়
মানুষ,
যুগের অন্ধকারে জন্ম নেন
অবতার পুরুষ ॥

৫৫

মানুষ বাস করে
পঞ্চভূতের খাঁচায়,
দুরন্ত রিপু তাকে
যেমন খুশি নাচায় ॥

৫৬

অসৎ পথে অর্জিত ধন,
দুষ্টজনের সঙ্গপুষ্ট জীবন,
ভোগীর মন—
যোগায় শয়তানের ভোজন ॥

৫৭

যে প্রত্যাশা করে না কিছু, কাজ করে যায়
কাজের মজুরি নিয়ে করে না দর কষাকষি—
কোনো দাবী নেই যার, দুদিনে তার কাজ ফুরায়,
সে তখন পায় এক অরূপ আনন্দের সন্ধান,
অনাদিকালের মধু মৌমাছির মত করে পান।
যার কাজ নেই অথচ অলস নয়, পায় খুঁজে
বিশাল ভাবের দেশ, অশেষ রসেতে মন মজে॥

৫৮

অন্তরে রয়েছে অনন্ত ঐশ্বর্য—কত আলো ঝরে
অনিন্দ্য আনন্দের জগতে রসিক ভাবের আলোয়
করেন বিচরণ, বিষয়ীর মন ঘোরে বাইরে—
অন্তর অন্ধকার, সেদিকে তাকাতেও পায় ভয়॥

৫৯

মোহিনী নারীর মন
বহুরূপে * বাঁধা পড়ে
মায়ার শিকলে,
শুদ্ধ ভালবাসা শুধু
চান ভগবান
সকল ঐশ্বর্য যান
দুই পায়ে দলে ॥

* ধন, মান, রূপ।

৬০

বৃক্ষ তার শান্তিছায়া ফুল ফল
দিয়ে হয় ধন্য,
ঈশ্বরের দূত জীবন দান করেন
মানুষের জন্য ॥

৬১

সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল হয় ভুবন,
সত্য ও সাধনার আলোয় জীবন ॥

৬২

মাটি সোনা হয় সময়ের প্রভাবে,
সৎ-সঙ্গে মানুষ দেবতা হয় স্বভাবে ॥

৬৩

যাদের আছে ধন,
বহু চাটুকার তাদের
চারপাশে ঘোরে।
যাদের আছে মন
দেবতার পায়ের ছাপ
পড়ে তাদের ঘরে॥

৬৪

যোগের বিঘ্ন অষ্টপাশ
নামের অগ্নি করে নাশ।
অতল রত্নপদ্মের যেতে—
দেখায় আলো অগম পথে ॥

৬৫

যে চিরদিনের শিশু
তার নেই মায়ার বাঁধন,
মহামায়া তার
ফেরেন পিছু পিছু ॥

৬৬

ধর্ম জীবনের পরম আশ্রয়
সর্বদা সে দেয় জয় ও অভয়,
আত্মার আলোক—
এ আলোয় সকল আড়াল যায় ঘুচে
অন্তরে আনন্দের ইন্দ্রধনু রচে।
যায় লজ্জা ঘৃণা ভয়,
অদেখাকে দেখে
পায় পরিচয় ॥

৬৭

যে ধন দিতে নাহি পারে
সে কি কভু দিতে পারে মন ?
বিষয়ের অন্ধকারে
কৃপণ সে বাস করে
ক্লেদ-পৃষ্ট কীটের মতন ॥

৬৮

ঈশ্বরের আলো নেভা
অশুচি অন্তরে,
কামনার বিকলাঙ্গ
ছায়া-মূর্তি ঘোরে ॥

৬৯

সময়ে যে মাঠে বীজ বোনে
সোনার ফসল তোলে ঘরে,
অকালের শ্রম ব্যর্থ হয়
গোলাঘরে শূন্য-ছায়া ঘোরে॥

৭০

শুভকর্ম বহে আনে
পরম মঙ্গল,
অশুভ চিন্তা ও চেষ্টায়
ফলে বিষফল ॥

৭১

যেথা নেই অপচয়
অভাব ঘোরে না সেই ঘরে,
সৌভাগ্য গোপন হাতে
সঞ্চয়ের পাত্র রাখে ভরে ॥

৭২

অশ্রদ্ধার সেবা দেয়
অন্তরে অ-সুখ,
প্রেমের সেবার সুধা
পূর্ণ করে বুক ॥

৭৩

অগ্নিদগ্ধ কাষ্ঠ দেয়
জ্যোতির্ময় আলো
মধু গন্ধ ধূপ,—
আঘাতে অভাবে ফোটে
অন্তরের অকৃত্রিম রূপ॥

৭৪

বৃথা গর্ব বাড়ে ধনে
খর্ব হয় মন,
বহু মনে ছড়ায় তা
দুঃখের দহন ॥ *

*শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান বলেছেন, শ্রীতে আত্মবিস্মৃতি ঘটে—শুধু তাই নয়, মানুষ আমাকেও অসম্মান করতে দ্বিধা করে না।

৭৫

মহৎকে পেতে হয় স্বভাবের
সৌন্দর্যে, সেবায়—
মোহমুগ্ধ লুব্ধ হয়
রূপের মায়ায় ॥

৭৬

সর্বদা যে ধাবমান সময়ের হাত* ধরে চলে
কর্মশালা হ'তে আসে ভাগ্য তার পাশে—
পূর্ণ ফল নিয়ে, আনন্দের গুপ্তদ্বারে খোলে
বিফলতা ব্যর্থ মনস্তাপে রহে পদতলে॥

*ঘড়ির কাঁটা

৭৭

নিজকে নিশ্ছিদ্র কর
ঊর্ধ্বে ধর তুলে—
আপনি তা হলে
তোমার প্রাণের পাত্র
ঈশ্বরের করুণায়
পূর্ণ হবে কাণায় কাণায় ॥

৭৮

ঈশ্বর দাতার পাত্র
নিরন্তর করেন পূরণ,
অদাতার তরে রয়
ছিন্নচীর দারিদ্র্য ভূষণ ॥

৭৯

যে ধন দেয় সে দিল ধূলিমুষ্টি, তা নয়—
সে দেয় তার কঠিন শ্রম, বুকের রক্ত;
কিন্তু এটা জীবনের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ।
তার দান অনেক বড় যে দেয় মন,
সে দেয় তার সমস্ত জীবন॥

৮০

বৈরাগ্যের আলোয়
সত্যের পথ দেখা যায়,
সুখের আলোয়
অন্ধকারে মন ঘুরে বেড়ায় ॥

৮১

দুঃখ জানিয়ে কভু
দুঃখ নাহি ঘোচে,
সময়ের অবলেপে
নামের অমৃতে—
রক্তঝরা তার যত
ক্ষতচিহ্ন মোছে ॥

৮২

বাহিরের আগুন
নিভে জলে,
মনের আগুন মন
স্থির হলে ৷৷

৮৩

দুষ্ট সঙ্গে নষ্ট মতি
ইন্দ্রিয়ের দাস,
নিঃশব্দে তাদের করে
কালমৃত্যু গ্রাস ॥

৮৪

দুঃখজয়ী,—দুর্গম বন্ধুর পথে
পৌঁছে তার সিদ্ধির শিখরে,
সুখান্বেষী বন্দী রয়
রক্ত মাংস অস্থিময়
আপন শরীরে ॥

৮৫

শূন্য মনে শয়তান ঘোরে,
বাসনা কামনার ধূলো ওড়ে—
মনের চেহারা হয়
অপরিচ্ছন্ন, কালিময় ॥

৮৬

যে রাখে না পরের খবর,
অন্ধকার হয় তার ঘর।
সুখের ভাতে পড়ে ছাই,
তার মনে শুধু নাই—নাই ॥

৮৭

ঈশ্বরে যে করে একান্ত আত্মসমর্পন
সে পায় সবচেয়ে বেশি, যা দেন
তিনি, কেউ দিতে পারে না সে ধন,
সম্রাটের সম্পদ ও তার কাছে কতটুকু ?
সাম্রাজ্যের চেয়েও অনেক বড় তাঁর দান,
সেই দান সর্বদা পূর্ণ করে রাখে প্রাণ ॥

৮৮

নামের আলোয় ফোটে
ঈশ্বরের মুখ,
পূর্ণতা প্রসাদ পেয়ে
ভরে শূন্য বুক ॥

৮৯

অদেখা গ্রহের মেলে
যন্ত্রে পরিচয়,
ঈশ্বর দর্শন ঘটে
মন্ত্রের আলোয় ॥

৯০

ভোগ মনকে করে রুগ্ন,
জীবনকে জীর্ণ—
আর ত্যাগ বহন করে আনে
অপার মুক্তি ও শান্তি
—জীবনকে করে ধন্য ॥

৯১

দুঃখের সামান্য ক্ষত
সেও মুছে নেওয়া কত শক্ত
ক'জন তা পারে ?
শুধু ভক্ত, ভাগবত ও ভগবান
এই তিনের প্রসাদে হয়
দুঃখের অবসান ॥

৯২

প্রেম দেয় যন্ত্রণার তাপ, গলে
মনের পাথর,
সেখানে অমৃত অক্ষরে রাখে
আপন স্বাক্ষর ॥

৯৩

বিবাহ বন্ধন,
প্রেমে তাই হয়
মোহমুক্তির কারণ ॥

৯৪

পাপ আচ্ছন্ন করে শুদ্ধ মুক্ত
আত্মার প্রকাশ,
পুণ্যের আলোয় হয় সর্বদুঃখ
অন্ধকার নাশ ॥

৯৫

ইন্দ্রিয়ের দুয়ার খোলে মন যখন
সাড়ে তিন হাত শরীরের
বাইরে এসে দাঁড়ায়,
ঈশ্বরের আশীর্বাদের আলো
তার উপর বর্ষিত হয় অজস্র ধারায় ॥

৯৬

যে নারীর মন চঞ্চল,
তার ভালবাসা জলের মত—
যেদিকে সুখের ঢল পায়
সেই দিকে গড়িয়ে যায় ॥

৯৭

কর্মহীন অলস জীবন কুড়ায় দুঃখ ও ধিক্কার,
কিন্তু বিরামহীন জীবন হয় বিবর্ণ, জড়
ক্ষমাহীন কালের ক্ষয়ে জীর্ণ
শেষে অকাল মৃত্যুর আহার।
বিরাম খোলে ভাবের দুয়ার,
রস যোগায় সুস্থ, সুন্দর হয়ে বাঁচার ॥

৯৮

সিংহের গুহার মত
মোহিনীর মন,
সেইখানে ঘোরে রাত্রি—
অমর মরণ ॥

৯৯

ভোগের রাজ্যে শয়তানের বাস,
বিবেক বুদ্ধির আলো করে গ্রাস,
সর্বনাশের অন্ধকার—
অতৃপ্ত ভোগের ভোজে
আত্মা হয় বিকৃত ক্ষুধার আহার ॥

১০০

সত্য ও সংযম ছাড়া
আচার নিয়ম,
ব্রত উপবাস যত—
হয় পণ্ডশ্রম ॥

১০১

কটু বাক্য যেবা কহে
শান্তি নাহি পায়,
নিত্য তার চিত্ত দহে
নানা যন্ত্রণায় ॥

১০২

অন্ধকার ছিন্ন খণ্ড হয় না খড়্গাঘাতে
কোনো তীক্ষ্ন অস্ত্রে,
একটি ক্ষুদ্র আলো-শিখায়
নিঃশেষে তা মুছে যায়
তেমনি জীবনের অন্ধকার মুছে
শুদ্ধ নাম—নামের দিব্য বিভায় ॥

১০৩

প্রেম মরে গেলে
প্রিয়জনের উপস্থিতি
দুঃস্বপ্নের ছায়া,
আর স্মৃতি হয়
দুঃখের বোঝা ॥

১০৪

মানুষ শরীরে বাঁচে না,
সে বাঁচে তার সৃষ্টিতে,
উজ্জ্বল কীর্তি ও কর্মে—
মৃত্যুহীন মূর্তি নেয়
বহুজনের মনে ॥

১০৫

সুখের দিনের
অংশীদার অনেক,
দুর্দিনের বন্ধু এক—
তিনি ঈশ্বর ॥

১০৬

ঈশ্বর যখন দূরে থাকেন,
দুঃখ মানুষকে করে বিনাশ,
ঈশ্বর যখন থাকেন কাছে,
দুঃখ জীবনের করে প্রকাশ ॥

১০৭

কোনো লজ্জা থাকে না জীবন্মুক্ত পুরুষের
তিনি নিরাবরণ হন অনন্তের দিব্য প্রকাশে,
কাম-পীড়ায় অন্ধ দেখতে পায় না আর কিছু
সে হয় নির্লজ্জ, এর লজ্জার আবরণ খসে
কামনার আগুনে পুড়ে—চরম সর্বনাশে ॥

১০৮

সুখ দুঃখ অমোঘ
অদৃষ্ট যারে বলি,
স্বরোপিত কর্মবৃক্ষের
ফল তা সকলি ॥

১০৯

পুরুষ হারায় যবে
সত্য, বীর্য, উজ্জ্বল বিশ্বাস,—
আলো-নেভা অন্ধকার তার
সর্বজয়ী আত্মা করে গ্রাস।
নারী, প্রেম, পবিত্রতা হারায় যখন
সে হারায় নারীর মঙ্গল মূর্তি,
গৃহলক্ষ্মীর আসন ॥

১১০

সত্যের পথ ছেড়ে
 সুযোগের শতপথে চলে
কোনোদিন পায় না মন,
 অপার্থিবের ধন ॥

১১১

নিঃসঙ্গের আলো দেয়
তব পরিচয়,
লোক সঙ্গে* হয় অপচয়
শক্তি ও সময় ৷৷

* সারাদিন লোকসঙ্গ বেশ্যাসঙ্গ অপেক্ষাও অনিষ্টকর।

১১২

লঘুগুরু জ্ঞানহীন
দুর্বিনীত জন,
শান্তিসুখ ধর্ম-লাভ
না করে কখন ॥

১১৩

কৃপণ সংকীর্ণ অতি
কীট বাসনার,
ঈশ্বর কভু না করেন
তাহাতে বিহার ॥

১১৪

অভ্যাসের সমাহার
মানব জীবন,
অভ্যাস সুন্দর যার
সে পায় সবার মনে
শ্রদ্ধার আসন ॥

১১৫

বিষয়ীর মন যেন
বাঁকাচোরা অন্ধকার গলি,
সেইখানে ক্রূর খল
সর্পসম স্বার্থ করে কেলি ॥

১১৬

যে মধু অন্বেষণ করে ভীমরুলের চাকে
সে ভোগ করে শুধু তীব্রযন্ত্রণা দংশন জ্বালার,
মোহিনী রমণীর মনকে যে ভাবে প্রেমের স্বর্গ
তাকে পেতে হয় শুধু ছলনার দুঃসহ প্রহার ॥

১১৭

স্বার্থ গেলে
সকল বিরোধ ব্যথার
হয় অবসান,
আত্মা মুক্তিতীর্থ-নীরে
করে পুণ্যস্নান ॥

১১৮

সদাচারহীন হয়
ঈশ্বর বিমুখ,
যে রহে মলিন, ভুঞ্জে
অশান্তি অসুখ ॥

১১৯

যে জন সুচারুরূপে
নিজ কর্ম করে,
ঈশ্বরের আশীর্বাদ
বর্ষে তার পরে॥

১২০

সর্বদা যে বাস করে
সত্য-সংঘারামে,
সে লভে জয় ও অভয়
দুঃখের সংগ্রামে ॥

১২১

সুন্দর যে ভাবে ভঙ্গিমায়
সর্ব কাজে ও কথায়,
বিধাতার দয়ার পরম দান
অন্তরে সে পায়॥

১২২

প্রেমের অমৃতে নিভে
অনঙ্গ অঙ্গার,
অসীম মুক্তির মাঝে
অচ্ছেদ্য বন্ধন ঘটে
যুগল আত্মার ॥

১২৩

যে শান্তি খোঁজে
সুন্দরীর অন্তরে,
সে মরীচিকার
পশ্চাতে ঘোরে ॥

১২৪

যে অন্যকে দুঃখ দিয়ে হয় না দুঃখিত
বহুরূপে মহাদুঃখ
তার কাছে আসে ফিরে ফিরে।
অন্যকে যে আনন্দ দেয়,—
তার আত্মার শান্তি,
ঈশ্বরের প্রেম তাকে থাকে ঘিরে ॥

১২৫

রাত্রির প্রাসাদে ঘুরে
মেলে না কো সূর্যের প্রসাদ,
অসত্যের অন্ধকার পুরে
ঈশ্বরের আলো আশীর্বাদ ॥

১২৬

অন্যের ভালোর চিন্তায়
মানুষ নিজেই হয় ভালো,
তার অন্তরকে করে সুন্দর
তারি শুভ কামনার আলো ॥

১২৭

আকাশে নিক্ষিপ্ত তীর
আবার মাটিতে ফিরে আসে,
কুৎসিত নিন্দার অন্ধকার
নিন্দুকের হৃদয়কে গ্রাসে॥

১২৮

সকলের মধ্যে যখন তাঁকে দেখি
সংসার হয় আনন্দের রূপ,
আর যখন তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখি
সংসার হয় দুঃখের কূপ ॥

১২৯

সূর্যের রঙে প্রহরে প্রহরে
আকাশের রঙ বদলায়,
নারীর মন বদলায় ক্ষণে ক্ষণে
সুখের মরীচিকায় ॥

১৩০

আলোর মন্ত্রে ভোরের পাখির
কন্ঠে ঝরে গান,
নামের আলোয় অপরূপ গান হয়
অন্ধ-মৃত-প্রাণ ॥

১৩১

ঈশ্বরে যার মন,
সহজ তার জীবন ॥

১৩২

প্রেমিক মানুষের মন,
মানে না কোনো বন্ধন ॥

১৩৩

স্বার্থের দেয়াল যত ভেঙে ভেঙে পড়ে,
ঈশ্বরের আলো ঝরে ততই অন্তরে—
সেই স্থানটুকু হয় অতি অপরূপ;
যেখানে আড়াল, তাহা অন্ধকার কূপ ॥

১৩৪

সৃষ্টি তাঁর অন্তহীন মায়ার বিস্তার,
মায়ার বন্ধন নেই তবু বিধাতার,
যেমন মরে না নাগ কণ্ঠবিষে তার ॥

১৩৫

যে অর্থ চিন্তা করে অনুক্ষণ
চিন্তা-চিতানল
তারে করে দ্বিগুণ দহন,
যে অনন্য মনে করে
স্মরণ অভাবে—
অভাব রয় না তার
দিব্য রূপান্তর ঘটে
তাহার স্বভাবে ॥

১৩৬

প্রেম যদি তৃপ্তিহীন
চাহে প্রতিদান,
সে ব্যাপারী করে হাটে
নিজ অসম্মান ॥

১৩৭

দেওয়া শুধু দয়া নয়
কেড়ে নেওয়া,—সেও হয় দান।
সেইটুকু দিতে হবে—
যাতে ঘটে আত্মার কল্যাণ ॥

১৩৮

অগ্রগতি তারে বলি
পরমের দিকে হলে গতি,
এদিকে ওদিকে ফেরে
অন্ধ মূঢ়মতি ॥

১৩৯

শরীর-সর্বস্ব ঘোরে
সুখের ছলনাময়
মায়ার প্রান্তরে,
অচিরে সে খুঁজে পায়
শেষ পরিণাম—
এক ক্রূর বন্ধু দুঃখ
আর অন্ধকার ধাম ॥

১৪০

অলস আকাশ-কুসুম
করে মিথ্যা আনন্দে চয়ন,
নিঃশব্দে মরণ তার
আয়ু করে গোপনে হরণ ॥

১৪১

যে ভালোবেসে ভালোবাসা পেতে চায়
সে হাটের ব্যাপারি,
যে নীরবে নিজকে নিঃশেষে বিলায়
সে রসের কারবারি ॥

১৪২

সৎ প্রসঙ্গে পরমের পথ হয়
আলোকিত,
বাচালতায় চরিত্র হয় দুর্বল
—কলঙ্কিত ॥

১৪৩

মুহূর্তে করেন তিনি দূর
আকাশের সব অন্ধকার,
দৈন্যভরে নত হলে প্রাণ
দেখান তখন তিনি আলো
পথ চলিবার—
আনন্দের ভুবনে যাবার ॥

১৪৪

অগ্নিবৎ নিরপেক্ষ
রহেন ঈশ্বর,
যে তাঁর নিকটে যায়
সে-ই পায়
আনন্দ প্রসাদ—
আলো, আশীর্বাদ ॥

১৪৫

নিজ কর্মে অবহেলা
ঘোর অপরাধ,
দুঃখ রচে তার তরে
অন্ধকার খাদ ॥

১৪৬

যে ভুলকে নানা ভালোর রঙে ঢেকে রাখে
সে করে আত্মিক মৃত্যু-বরণ,
যে ভুলকে করে স্বীকার, তার ভুলের দহন
—জীবনকে করে সুন্দর ও শোধন ॥

১৪৭

অন্যেরে যে দুঃখ দেয়
রূঢ় ব্যবহারে,
সে হারায় সবার
শুভ কামনার আলো—
সে হারায় অতল
দুঃখের আঁধারে ॥

১৪৮

মহৎকে পেতে হয়
দুঃখ অগণন,
শবের নীরব শান্তি
ভোগপুষ্ট
সুখীর জীবন ॥

১৪৯

দেবতা রহেন জীর্ণ সেবাহীন
অন্ধকার নির্জন মন্দিরে,
অন্ধ জনগন-পতি চলেন সোয়ারে
অগণণ শয়তানের ভিড়ে ॥*

* মূর্খদের মধ্যে পণ্ডিতের, দুষ্টলোকের মধ্যে মহতের সম্মান হয় না।

১৫০

বেলাশেষে সূর্য অস্ত গেলে
দিন পড়ে অন্ধকারে ঢাকা,
পবিত্রতা মুছে গেলে
প্রেম যায় মরে—
নিভে যায় তার স্বর্ণ—শিখা ॥

১৫১

ভোগময় সুখময়
রাজ্যে যার বাস,
বহু দুঃখ আনে তার
মহা সর্বনাশ ॥

১৫২

মাছি বেড়ায় না ফুলের পাড়ায়,
ভোগীর মন ভিজে না
ঈশ্বরীয় কথায় ॥

১৫৩

ছোটো সে ছোটোই থাকে
লম্ফ দিক যত ঊর্ধ্বপানে,
অন্ধ আস্ফালনে।
বড় আরো বড় হন
অবনত হন যত
অন্যেরে সম্মানে॥

১৫৪

অবৈধ ভোগ পাপ,
পাপের প্রহারে
শরীর হয় জীর্ণ
আত্মার মৃত্যু ॥

১৫৫

গণ্ডী ছেড়ে সীতা পড়েন রাক্ষসের কবলে,
ঈশ্বরের বিধান যখন আমরা লঙ্ঘন করি
বিপদ আসে চারদিক থেকে দ্রুত পা ফেলে—
শত মায়ার ফাঁস, জীবনকে করে গ্রাস ॥

১৫৬

অলস মনে
বাসনার হাত ধরে
বেড়ায় পাপ,
নিরন্তর নামে ধোয়া
মনে পড়ে
দেবতার পায়ের ছাপ ॥

১৫৭

সরলতা রচে চলে
সিদ্ধির সোপান,
ঈশ্বরের সাথে ঘোচে
সব ব্যবধান ॥

১৫৮

কী পাবো,—এই প্রত্যাশা নিয়ে যারা সেবা করে
এরা ভৃত্য—উদয়াস্ত খেটে শুধু পায় কোনো মতে
জীবন ধারণের উপকরণ—
সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনটুকু করে সংগ্রহ।
ঈশ্বরের কাছ থেকে সে অনেক দূরে থেকে যায়,
আর মানুষ দিতে পারে কতটুকু ?
যে না চেয়ে শুধু দিয়ে যায়—
অনেক মূল্যে তার সেবার মূল্য
ঈশ্বর চুকিয়ে দেন কড়ায় গণ্ডায়॥

১৫৯

যারা দেখতে পায় না এতো বড় আকাশ
আলো, সুন্দর পৃথিবী
কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পায় অন্ধকার গলিঘুঁজি
বহু প্রলোভনের পথ;
ধূর্তবুদ্ধি যাদের পুঁজি
চোখে ভাসে পাপের রাজ্যের নির্ভুল ছবি—
যাদের মুঠোয় রয়েছে সেখানে প্রবেশের চাবি,
মহৎ-পন্থা যাদের কাছে বহু নিন্দিত
শয়তানের সমাজে তারা গুণী বলে সমাদৃত ॥

১৬০

ঈশ্বর এ জগতের নিয়ামক, প্রভু—
তাঁরে ভুলি
যে দ্বারে দ্বারে ঘোরে,
সামান্য ধূলোর ধনে
ভরে তার ঝুলি ॥

১৬১

শিশুতরু যত বিস্তৃত হয় শাখা-প্রশাখায়—
সে পায় সূর্যের সোনার থালায়,
আলোর প্রচুর প্রসাদ।
বহুর সঙ্গে যখন মানুষ মিলিত হয় প্রেমে—
অন্তরের ঘটে বিস্তার,
সে পায় বহু প্রাণের প্রসন্নতায়
ঈশ্বরের আশীর্বাদ॥

১৬২

কোনো কায়া* নেই তার, অনন্ত তার কায়ব্যূহ
কোনো ইচ্ছা নেই, অনন্ত ইচ্ছাতে তিনি বিমূর্ত
এক হয়েও তিনি অনন্ত, তাঁর বিশ্বকে ভালবেসে
বিশ্বরূপের সাথে আমরা হই মিলিত ॥

* ঈশ্বরের কোন জড় রূপ নেই, সেজন্য ঋষিরা তাঁকে নিরাকার বলেছেন।

১৬৩

কেবল যে চায়, ভিক্ষুক সে—
সামান্য ধূলার ধন পেয়ে
সুমহৎ বাঁচার গৌরব থেকে
সে হয় বঞ্চিত।
যার চাওয়া নেই ঈশ্বরের দানে পাত্র
পূর্ণ হয় তার
সে হয় সবার বন্ধু দেবতা বন্দিত ॥

১৬৪

কখন সব পাওয়া যায় ?
যখন সব চাওয়া যায় ॥

১৬৫

অসীমের আয়োজন অনন্তের ভাণ্ডারে,
ভিক্ষুকের মত মানুষ ঘোরে দ্বারে দ্বারে ॥

১৬৬

প্রেম ধূলোর প্রদীপে জ্বালে
অমর আলো,
সে আলোয় মানুষ
ঈশ্বরকে দেখে তার পাশে
আনন্দরাসের
দিব্যরসে ভাসে ॥

১৬৭

মনের আগুন কেউ দেখে না,
কে কাকে শান্তি দিতে পারে ?
মনের পোড়ায় শান্তি মেলে
অন্তর্যামী ভগবানের দুয়ারে ॥

১৬৮

দুঃখ জীবনের অন্ধকারে
জ্যোতির্ম্ময় দীপ হয়ে জ্বলে,
দুঃখের উত্তাপে কঠিন অন্তর
আনন্দের নদী হয়ে গলে ॥

১৬৯

অভিজ্ঞতা আলো হাতে
নিয়ে যায় সত্যের গভীরে,
সত্যের আলোয় পৌঁছি
ঈশ্বরের আনন্দ-মন্দিরে ॥

১৭০

দুঃখের আলোয়
আনন্দের পথ হয় জানা,
সুখ ক্ষণকালের স্ফুলিঙ্গ,
বারবার নিভে
করে নৈরাশ্য রচনা ॥

১৭১

যে সবার ছোটো বলে
ভাবে আপনারে—
দীনতার সিঁড়ি বেয়ে
পৌঁছায় সে
সিদ্ধির শিখরে।
নিজকে যে বড় ভাবে—
অহংকার ভারে,
দিনে দিনে তলায় সে
অখ্যাত তিমিরে॥

১৭২

ঈশ্বরে যার মন নেই—
যার মনের দুয়ারে
মায়ার তালা,
সংসারের ঘানি ঘুরিয়ে
সাঙ্গ হয় তার
ভবের পালা ॥

১৭৩

ঈশ্বরের আলো-নেভা অন্তরে
অবিশ্বাসের অন্ধকার প্রহরে
শোনা যায় শয়তানের অট্টহাসি ॥

১৭৪

অনিত্যে যার আসক্তি
অসত্যে যার মন,
তার ভালোবাসা ক্ষণ-ভঙ্গুর
কাঁচের মতন ॥

১৭৫

নিঃশেষে নিজেরে যত
করে যাবে দান,
পরম পাওয়ায় তত
পূর্ণ হবে প্রাণ ॥

১৭৬

নদীর কল্লোল-ধ্বনি
　　নিরবধি গায় এই গান,
ফিরে ফিরে আসি আমি
　　—জীবন অনন্ত অফুরান ॥

১৭৭

যে জন হয় মনে প্রাণে
তোমার, অনুগত
ভেঙে-গড়ে তারে তুমি
করো মনের মত ॥

১৭৮

যে খেয়া পার হতে চায় ঢেউগুলি শান্ত হলে
কোনদিন আসে না তার খেয়া পারের সময়,
যে ভাবে নামের শরণ নেবে
সংসারে শান্তির ফুল ফুটলে,
কোনোদিন নেওয়া হয় না তার নামের আশ্রয় ॥

১৭৯

একা একা* যে অজানার পথে
চলতে চায়,
পথ তার ফুরায় না, পথে পথে
তার দিন যায় ॥

* শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—গুরু পদাশ্রয় ধর্মজীবন লাভে অব্যর্থ নিয়ম। কাণ্ডারীবিহীন তরণী যেমন সমুদ্রের অতলে তলিয়ে যায়, তেমনি গুরুছাড়া যে ধর্মলাভ করতে চায়, তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২০।১৭

শাস্ত্রে আরো আছে—গুরুদত্ত নয় এইরূপ নামজপ প্রস্তরে বীজ বপনের মত নিষ্ফল।

বৃহৎ তন্ত্রসারে আছে—যে বই দেখে নিজে মন্ত্রসাধন করে, সে নরকগামী হয়।

১৮০

অন্ধকার মানুষের ঘরে জ্বলুক আলো,
আমিও কিছু দেবো—
এই বেদনা ক'জনের আত্মাকে কাঁদায়,
শুধু নিতে চায়, পেতে চায়—
তাই মানুষ ধুলোর ধন কুড়িয়ে
অতি দরিদ্র জীবন কাটায়॥

১৮১

যে শুধু অন্যের দোষ দেখে,

সে দোষের পঙ্কে তলিয়ে যায়,

সে দশের মন থেকে যায় সরে

অপরাধের শত পাকে জড়ায় ॥

১৮২

শুধু চায় আপনার সুখ,
সুখ তার কাছ থেকে দূরে রহে সরে।
বহুর সুখের চিন্তা জাগে যে অন্তরে
সুখ তার দাস হয়ে পিছু পিছু ঘোরে॥

১৮৩

যার নেই কোন অভিমান,
মান ছেড়ে তিনি পান
দেবতার মান ॥

১৮৪

ইন্দ্রিয়ের যে দাস—সে কামনার আগুনে পোড়ে
লোভের প্রহারে হয় জীবন্মৃত. ঘৃণার বিষে বিবর্ণ—
অসংখ্য কুৎসিত মায়ামূর্তি তার মনে কালি মাখে,
অসিদ্ধ কামনা প্রেত হয়ে ঘোরে,
দুঃসহ যন্ত্রণা ছড়ায় অন্তরে
শেষে অগৌরবের অন্ধকারে দুঃখের মহানিশায়
অখ্যাত মৃত্যুর প্রান্তরে সে মুছে যায় ॥

১৮৫

দুঃখ দুর্গতি
আমন্ত্রিত অতিথি,
আমাদের কৃতকর্মের
অনুগামী ছায়া ॥

১৮৬

মৃত্যুরে যে জানে—
জ্ঞানের আলোক শান্তি
দেয় তার মনে।
মৃত্যুরে যে করে ভয়—
নিঃশব্দ গোপনে
মৃত্যু তারে গ্রাসে ক্ষণে ক্ষণে ॥

১৮৭

যত যে ছড়াক প্রাণে
যন্ত্রণার কাঁটা,
মহৎ সবারে দেন
চারুফুল ফোটা ॥

১৮৮

বাসনা যে মনে জ্বলে
শতশিখা মেলে,
প্রেমের বন্ধন খসে—
সেথা অবহেলে ॥

১৮৯

বহুভাব ও অভাবের
চিন্তা মনে যার,
সিদ্ধভূমি দূরে রহে
চিরদিন তার ॥

১৯০

ভোগে ভুঞ্জে দিন
শুধু করে সুখ অন্বেষণ,
গর্দভের মত বহে
কীটদষ্ট দরিদ্র জীবন ॥

১৯১

রূপে নয় ধনে নয়
মানুষ মহৎ হয় গুণে,
শাশ্বত শ্রদ্ধার আসন
পায় অন্য মনে॥

১৯২

অবিশ্বাস করে গ্রাস
শান্তির আলোক,
অন্তর গুহায় জ্বলে
দুঃসহ নরক ॥

১৯৩

এটা চাই ওটা চাই
বহু চাওয়া মনে,
অতৃপ্তি অঙ্গার তারে
দহে ক্ষণে ক্ষণে ॥

১৯৪

ঈশ্বর ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে রয়েছে
এক আলোর সেতু,
বাসনার সকল বোঝা নামিয়ে মানুষ
যখন ধূলি অপেক্ষা লঘু হয়ে যায়,
ঐ আলোর পথে সে তখন
ঈশ্বরের কাছে গিয়ে পেঁছায় ॥

১৯৫

বহু বাহু মেলে
বাসনা কুড়ায় যত সুখ,
বাড়ে তত অন্তরের
অশান্তি অসুখ ॥

১৯৬

সোনার পর্বত গুহা,
অসার মানের চূড়া * নয়,—
মায়ামুক্ত মন শুধু
অন্তহীন শান্তির আশ্রয় ॥

পদ, পদবী, বিদ্যার ছাপ, দলের মোড়লি ইত্যাদি ॥

১৯৭

বিপদে যে ধৈর্য ধরে
সাহসে যে রহে অচঞ্চল,
সুস্থির বুদ্ধির আলোয়
সে জানে বিপদ জয়ের
অব্যর্থ কৌশল ॥

১৯৮

সুখের পলিতে পড়ে চর,
দুঃখের তরঙ্গ ভাঙে তীর—
অসীমের পথে তাই প্রাণ মহানদ
খুঁজে পায় সমুদ্র শান্তির ॥

১৯৯

শুভ-কর্মে হয় কিছু
 কীর্তিশিলা গাঁথা,
প্রেম এনে দেয় তাঁর
 চির প্রসন্নতা ॥

২০০

মহাশক্তি মায়াব্ৰূপে
কবেন নিয়ত
অস্ব্ৰবেব * প্ৰাণবস পান।
অশেষ মঙ্গলব্ৰূপে
দেবতাবে * * করে যান
ববাভয় দান॥

* যাবা ঈশ্বর বিমুখ।
** যাঁরা ঋষিপন্থা অনুসরণ কবে চলেন।

২০১

সংসারের সাজানো বাগানে
কখনো দিনে দুপুরে—ঘুঘু চরে,
কখনো শোকের কালো ছায়া ঘোরে,
ভাঙে তার ডালপালা,
কত কুঁড়ি, কাঁচি ফল অকালে ঝরে—
রোগে হয় শীর্ণ,
কালের হাওয়ায়
মানস—মায়ার মুকুলগুলো হয় বিবর্ণ—
দুঃখের শীতে সবুজ পাতা হয় হলুদ,
সেই হলুদ পাতা ঝরে
শুষ্ক বিরস দিনের দীর্ঘশ্বাসে,
আর উড়ে চলা সময়ের চতুর বায়স
একটি একটি করে খায় বয়সের সুপক্ক ফল,
এরপর থাকে শুধু বুকজোড়া হাহাকার,
মৃত্যুর প্রতীক্ষায় ক্ষমাহীন অন্ধকার ॥

২০২

সংসারের চারদিকের দেয়াল
বড় ধুলো-কালি মাখা
একটু অসাবধান হলেই তা গায়ে লাগে,
মনের চেহারা বদলায়—
রঙ-চটা দেয়ালেব হিজিবিজি মুখেব মত,
পুরাণো বাড়ির ফাটলধরা
হাঁ-করা নানা ভয়েব মূর্তির মত হয়ে ভাসে,
কারো চেহারা এমন বদলায়
জঙ্গলের অন্ধকারের
জন্তুর মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায় না
তাদের মুখের মিল—

মানুষ যখন সংসারে আসে,
নিয়ে আসে স্বর্গের আলো,
সংসারের পোড় খেয়ে ধুলো লেগে
সেই মানুষ হয় কুরূপ, কালো।
ঈশ্বরের দিকে তাকিয়ে, সত্যের হাত ধরে
যে চলে সতর্ক পদক্ষেপে,
তার থাকে না কোনো ভয়॥

২০৩

দুর্দিনে যিনি চলেন সম্মুখে,
সবাই তাকে বন্ধু বলে জানে,
সুদিনে যিনি চলেন পশ্চাতে,
তিনি জেনেছেন পথ চলার সংকেত,
—সবাই তাঁকে মহৎ বলে মানে।
সবার আগে চলেন যিনি,
সবাই তাকে ভাবে গর্বিত, সুযোগ সন্ধানী,
যিনি থাকেন পিছনে, সবাই করে তার
নম্র সুন্দর আচরণের জয়ধ্বনি।
যিনি নিজকে আড়ালে রেখে—
দুঃখের রাতে আলো দেখান,
লোকে তাকে আনন্দ-রাজ্যের
পথিকৃৎ, পুরোহিত বলে দেয় মান॥

২০৪

যার মন যত অন্ধকারে আবৃত
বহু ভয়ের রাজ্যে করে সে বাস—ভয়, শুধু ভয়
কুণ্ঠিত করে রাখে তার হৃদয়—
যে ভয়ের দেশে সর্বদা থাকে ম্লান
তার ভাবের হয় না সুন্দর স্বচ্ছন্দ প্রকাশ
সে পারে না এগিয়ে যেতে ভগবানের দিকে
সহজ আনন্দের পথে—
ভয়ের কঠিন পাহারা তার মনের শান্তি,
মুক্তি, আনন্দকে সর্বদা রাখে ঘিরে,
বিপদের দিনে পা দেয় নতুন বিপদের নৌকায়,
সে আনন্দের দিনে দুঃখের রোদ পোহায়।
নিরন্তর যার মনে ঘোরে ভয়—ভয় আর ভয়,
সে ভয়ের অন্ধকারে বসে নিতে পারে না
নিজের খবর,—ঈশ্বরের পায় না পরিচয়॥

২০৫

তোমার চোখে আকাশের নীল, কালো চুলে
রাত্রির অন্ধকার, প্রেরণার অগ্নি
তুমি জীবনের মূলে,
কত কল্পনার রঙে-ভরা
উজ্জ্বল দিনের তুমি গান,
কত স্বপ্নের আদরের মোমে গড়া তুমি
আরো কত স্তুতিতে মুখর হয় প্রাণ
কোনোদিন তোমাকে ভুলব না—
কত মুখে এই শপথ শোনা যায়।
কথার রঙ ফুরাবার আগেই
কখনো মনের রঙ ফুরায়।

কখনো সুখের ভাটায়,

অ-সুখের ভাবনায় মনে পড়ে চর—

কামনার ফুৎকারে নিভে যায় কল্যাণ আলো,

কেউ সুখের ছলনায় ভোলে ঘর,

মনের ফোটা রঙের ফুলগুলো অন্ধকারে ঝরে—

অতীতের স্মৃতি মৃত্যুর ছায়ায় ঢাকা পড়ে

আবার দু'দিন যেতে না যেতে

নতুন মায়ায় জড়ায় মন,

সংসারের ভালবাসা—

হায়রে ছলনা, রচে সুখের নতুন কুঞ্জবন।

একটু তাপ লাগলে ঝরে তার কুঁড়ি,
দুঃখের শীতে শোনা যায়
ঝরাপাতার হাহাকার
একটু আঘাতে তার
ডালপালা ভাঙে, বদলায় আকার
দু'দিন পর পর হয় ঋতু পরিবর্তন।
ইন্দ্রিয়ের দুয়ার খোলে ক্ষুদ্র শরীরের
বাইরে এলে দেখা যায় প্রেমের মহান মূর্তি
যা সুখের আশায় থাকে না বসে,
দুঃখে পড়ে না ঝরে
কোনো অভাবের তাপে হয় না ম্লান বিবর্ণ,
হারায় না কোনো বিরাট প্রলোভনের প্রান্তরে—
সে-ই প্রেম,—পূজার মূর্তি হয় তা অন্তরে ॥

২০৬

প্রদীপের আলো নিভে গেলে
তার থাকে কী?—শুধু অন্ধকার।
নারী যদি হারিয়ে ফেলে
স্নেহ, সেবাবুদ্ধি, প্রেম, পবিত্রতা—
আর পুরুষ তার বীর্য, ক্ষমা, দয়া, ধর্ম
সে যদি যোগাতে না পারে
সমাজকে সুন্দর করে গড়ার উপকরণ,
কোনো মহৎ আদর্শকে করে না ধারণ।

এদের জীবনকে ঘিরে থাকে
শুধু অগৌরবের অন্ধকার,
ইন্দ্রিয়ের হাতের হয় এরা খেলনা
রঙ্-করা স্থূল মাংসের পুতুল।
দুষ্ট ঘৃণ্য ভোগের কীটের আহার,
শেষে হয় অখ্যাত ধূ-ধূ
কালের ছাই অঙ্গার ॥

২০৭

কারো বুদ্ধি বড় জড়,
দৃষ্টি সংকীর্ণ, অতি ক্ষুদ্র মন
শরীরটাই তার কাছে
এক বিশাল মায়ার ভুবন;
বদ্ধমূল তার আশা-আকাঙ্ক্ষা এর গভীরে
সে বাস করে সারাক্ষণ
ক্ষুদ্র শরীরের সুখের নীড়ে—
এরই হাড় মাংস রক্ত সে খুটে খুটে খায়
সহজে হাতের মুঠোয় পায় যা—
সেই সুখের খড়-কুটোয় সাজায়
তার সংসার—অন্যের শোক দুঃখ
অভাবের তাপে নিজকে রাখে দূরে,
কঠিন স্বার্থের প্রাচীরে ঘেরা অন্ধকারপুরে।

সে দূর আকাশে ডানা ভাসাতে—মুক্তির ভুবনে
অবারিত আলোর ফুল কুড়াতে ভয় পায়,
পেঁচার মত সে বাস করে তার
বাসনার অন্ধকার খোড়লে,
বড় জীবনের ত্যাগ ও তপস্যার আলো
তার কাছে দুঃসহ।
ছা-পোষা সংসারে স্তিমিত সুখের স্রোতে
সফরীর মত বাঁচে,—
বড় জীবনেব দায় ও দায়িত্ব প্রচুর,
শরীরটাই তার কাছে স্বর্গ,
ঈশ্বর থাকেন বহু দূর ॥

২০৮

আলো নিরপেক্ষ—
তাই সকল অন্ধকার তা দূর করে
সকলকে সে পথ দেখায়—
অভয় জাগায় সবার অন্তরে
কাউকে করে না বিমুখ.
কারো কাছ থেকে থাকে না দূরে সরে—
কুঁড়িকে করে কুসুম,
পূতিগন্ধ অন্ধকাবের কীটও পায় তার প্রসাদ।
অন্ধকারের জঠর থেকে সুন্দরকে করে প্রকাশ,
রুগ্ন পীড়িত আত্মাকে করে সুস্থ—
অন্ধকারের ব্যাধি ভয় বিকার করে নাশ।
সেজন্য দিকে দিকে আলোর জয়ধ্বনি;
আলো নিরপেক্ষ.—তাই সে হতে পারে সবার—
উজ্জ্বল করে সব পথ চলার।

কী অপার নিরপেক্ষতার শক্তি,
যে নিরপেক্ষ সে যেতে পারে সব মনের কাছে—
মনের যা না-জানা
সেও হয় নিরপেক্ষ মনের আলোয় জানা।
সবার ঘরে, সমাজ-মন্দিরে আলো জ্বালবার,
ঈশ্বরের মুখোমুখি বসার পায় অধিকার॥

২০৯

একটা অলৌকিক কিছু দেখলে
ঈশ্বরে বিশ্বাস হবে যারা বলে
বিশ্বাসের রাজ্যের অনেক দূরে
বাস করে তারা,—চোখ মেলে
চাইলেই দেখা যায় কত অলৌকিকের আলো
ছড়িয়ে আছে চারধারে—কী মায়ায়
সবুজ ডালে ফোটে হলুদ ফুল,
কত রঙ তার পাপড়িতে—প্রজাপতির ডানায়।
ক্ষুদ্র প্রাণকণায় লুকিয়ে থাকে বিপুল জীবন,
গর্ভের অন্ধকারে বাড়ে—
বড় হয়ে সে আনন্দের স্রোত বেয়ে
বেরিয়ে আসে আলোর পারাবারে।
আলোয় আমরা দেখি,
অথচ অপরূপ রাত্রির আকাশ
লুকিয়ে থাকে দিনের আলোর গভীরে।

অসীম মন বাঁধা পড়ে আছে ক্ষুদ্র শরীরে,
রোদ্র হয় রঙ. মাটি হয় ফুল, ফুল রসের ফল
কত বাধার পর্বত ভাঙে
আকারহীন তরল নদীর জল।
অনন্ত এই রহস্যের রাজ্যে কার মন ঘোরে,
কে জানতে চায় কেমন করে সৃষ্টি ভাঙে,
নতুন ভুবন গড়ে—
উজ্জ্বল মন্ত্রবীজে পবিত্রতার
গর্ভ থেকে জন্ম নেয় বিশ্বাস,
অলৌকিকের আলোয় নয়,—
শুদ্ধ আত্মার মধ্যে তার বাস॥

২১০

রাত্রির সমস্ত অন্ধকার মোছে সূর্য।
ঈশ্বরের আলো মুছে নেবে না তোমার
একটি মনের দুঃখের অন্ধকার ?
বাতাস প্রকাণ্ড মহিষ-মেঘগুলোকে কোথায়
নিমেষে দিগন্ত পারে তাড়িয়ে নিয়ে যায়।
দুশ্চিন্তার শকুনছায়াগুলোকে
সরিয়ে দিবে না তাঁর প্রসন্ন হাত,
সৃজন-প্রলয়কারী ক্ষণ-ইচ্ছার প্রপাত ?

বৃষ্টিধারায় ভিজে সরস হয় ধূলি-রুক্ষ মাঠ
যন্ত্রণার আগুনে পোড়া তোমার মনের মাটি
ভিজবে না তাঁর করুণা-ধারায় ?
জয় কবো সংশয়, ধ্যান করো তাঁকে
আশ্চর্যের আলো পাবে প্রাণলোকে,
শক্ত ভক্তিব ভূমিতে দাঁড়াও—সবই মেলে,
শক্তি চাই প্রেম চাই—
ক্ষুধাব অন্ন, শান্তির আশ্রয়
পার্থিব আর অপার্থিবের প্রসাদ অবহেলে ॥

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা